দ্বৈত ভোটার হওয়ার চেষ্টা: যুবক আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে তথ্য গোপন করে দ্বৈত ভোটার হওয়ার অপরাধে মিলন হোসেন (২৪) নামের এক যুবককে আটক করেছে।

গতকাল বুধবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত মিলন হোসেন মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের পয়ারী গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে।

গতকার বুধবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে রিভাইজিং অথরিটির শুনানীতে নতুন ভোটার হিসেবে অন্তভুক্তির জন্য শুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

যাচাই-বাছাইকালে তিনি ইতোপূর্বে ভোটার হন নাই মর্মে একটি অঙ্গীকারনামাও দাখিল করেন। রিভাইজিং অথরিটি কর্তৃক আবেদনটি গৃহীত হলে তিনি নতুন ভোটার হিসেবে ছবি তোলেন। পরে বিষয়টি সন্দেহ হলে সার্ভারে পুনঃযাচাইকালে তার দ্বৈত ভোটার প্রমাণিত হয়। পরে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা দোলন কান্তি চক্রবর্তী ভোটার তালিকা আইনে স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জনসচেতনতা গড়তে কুষ্টিয়ায়

পরিবহনে ধূমপানমুক্ত স্টিকার ক্যাম্পেইন

জনসচেতনতা গড়তে কুষ্টিয়ায় বিভিন্ন পরিবহনে ধূমপানমুক্ত স্টিকার ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর ও চৌড়হাস এলাকায় এ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।

সাফ নামক একটি তামাক বিরোধী সংগঠন এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও সাফ’র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক, বিআরটি কুষ্টিয়ার সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মো: নাহিদুজ্জামান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার ইন্সপেক্টর মো: বেলাল হোসেন, রাজধানী এক্সপ্রেসের সত্ত্বাধিকারী হাজী মো: নূরুজ্জামান, মিনিবাস মালিক সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি হাজী নওশের আলী, পরিবহন ম্যানেজার তুহিন আলম ও শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য মারফত আলীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

সাফ’র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ধূমপান সর্বনাশা নেশা। আর এই ধূমপান হচ্ছে মাদকে প্রবেশের প্রথম ধাপ। তাই নতুন প্রজন্মকে তামাকপণ্যের ভয়াল থাবা থেকে আগে রক্ষা করতে হবে। আমরা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিরোধে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন করে থাকি।

এছাড়াও শহরের পাবলিক প্লেসে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অংশ হিসেবে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি।

জনসচেতনতা গড়তে পরিবহনগুলোতে ধূমপানমুক্ত স্টিকার ক্যাম্পেইনের মাধ্যমেক কিছুটা হলেও জনসচেতনতা গড়ে তুলতে কাজে আসবে বলেও জানান তিনি।

পরে বিভিন্ন পরিবহনে স্টিকার ধূমপানমুক্ত স্টিকার ধাগানোসহ চালক, হেলপার ও যাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

কুমারখালীতে ঢাকা ম্যারাথন উপলক্ষে প্রস্তুতিমুলক সভা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা ম্যারাথন -২১ উপলক্ষে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরমেয়র মো. সামছুজ্জামান অরুন।

এছাড়া উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মেরিনা আক্তার মিনা, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এমএ মুহাইমিন আল জিহান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা পর্যায়ে মোট ১ হাজার যেকোন বয়সী দৌড়বিদ ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন।

১০ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য ৫ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হবে।

কুষ্টিয়ায় ট্রাকচাপায় ইটভাটা শ্রমিক নিহত

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রাকচাপায় চান্দু আলী মল্লিক (৫২) নামে এক ইটভাটা শ্রমিক নিহত হয়েছেন। বুধবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়কের নওপাড়া বাজারে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত চান্দু আলী মল্লিক মিরপুর পৌরসভার নওয়াপাড়া গ্রামের মৃত আজিজুল মল্লিকের ছেলে।

মিরপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, সকালে ইটভাটায় সাইকেলযোগে যাওয়ার পথে কুষ্টিয়া- মেহেরপুর সড়কের নওপাড়া বাজারের নিকট একটি বালি বোঝাই ট্রাক চান্দু আলী মল্লিককে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে থানায় এনে রাখা হয়েছে। তবে ট্রাক চালককে আটক করা যায়নি বলে জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় গম চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের

বর্তমান মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় কুষ্টিয়ায় গম চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের মাঝে।

ভালো ফলন হলে ব্যাপক লাভের আশা করছেন এই এলাকার কৃষকেরা।

জানা যায়, আগে এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গমের চাষ করা হতো। গমের ক্ষতিকারক রোগের কারণে গমের চাষ বাদ দেন এই অঞ্চলের চাষিরা। পরবর্তীতে আবার ধানের দাম না পাওয়ায় কৃষকেরা গম চাষের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। তবে এই মৌসুমে গম চাষে ব্যাপক ফলন হয়েছে। যার ফলে কৃষকদের মাঝে হাসি ফুটেছে।

আগের মৌসুমগুলোতে গম রোগে আক্রান্ত হলে দিশেহারা হয়ে পড়েন চাষিরা। ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় গম চাষ ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য ফসল চাষের প্রতি ঝুঁকে পড়েন কৃষকরা। তবে এসব ফসলে খুব একটা লাভ কিংবা আশার আলো দেখাতে পারে চাষিরা। পরবর্তীতে আবার ধানের দাম কম পাওয়ায় চাষ শুরু করেন গমের। আর এতেই সাফল্যের দেখা পান তারা।

তবে এ বছর কৃষি অফিসের পরামর্শে আবারো গম চাষ করছেন কৃষকরা। অনুকূল আবহাওয়া থাকায় গমও ভালো হয়েছে। তবে এবছর জেলায় কোথাও ব্লাস্টের আক্রমণ দেখা দেয়নি। তবে কিছু স্থানে দেখা দিয়েছে মরিচা

রোগ। কৃষি অফিসের তৎপরতায় তা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছেন কৃষকরা। বর্তমানে রোগটি কৃষি বিভাগের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ভেড়ামারা উপজেলার কৈগাড়ীপাড়া এলাকার কৃষকঃ মোঃ মতিউর রহমান এবার এক বিঘা জমিতে গমের আবাদ করেছেন। তিনি বলেন, তীব্র শীতে অনেকসময় গমের ক্ষেত নষ্ট হয়। তবে এবার তেমন কোন ক্ষতি না হওয়ায় ভালো ফলন পাবো বলে আশা করছি।

ভেড়ামারা উপজেলা উপ-সহকারী কৃষি অফিসার আব্দুল মুন্নাফ বলেন, রাজস্ব খাতের অর্থায়নে গম প্রদর্শনী বারিগম: ৩৩ আবাদ করে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। আমরা কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে কৃষকদের নানান রকম উদ্বুদ্ধকরণসহ পরামর্শ প্রদান করে থাকি।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কৃষি অফিস জানায়, বিগত মৌসুমগুলোতে গমের চাষ হতো ব্যাপকহারে। তবে রোগের আক্রমণ হওয়াতে কৃষকরা অন্য ফসল চাষ শুরু করেন। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ১হাজার ৩শ ৪৫ হেক্টর জমিতে গম চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মিরপুর উপজেলার মশান গ্রামের গম চাষি আব্দুল মান্নান জানান, আগের কয়েক মৌসুমগুলোতে গমের রোগ (ব্লাষ্ট) হওয়ার কারণে লোকসান হওয়ায় নিরাশ হয়ে পড়ি। পরবর্তীতে আবার কৃষি অফিসের পরামর্শ নিয়ে গম চাষ শুরু করি। সবকিছু ঠিক থাকলে এই মৌসুমে গমের চাষ ভালো হওয়ায় লাভের আশা করছি।

আরেক চাষি ফারুক আধী বলেন, গত ২ বছর আগে গমের চাষে লোকসানে পড়েছিলাম। তাই এর পরের বছর গমের চাষ বাদ দিয়েছিলাম। কৃষি অফিসের পরামর্শে আবার এই বছর গমের চাষ শুরু করি। এই বছর রোগের আক্রমণ না হওয়াতে ফসল বেশ ভাল হয়েছে। আশা করছি এই বছর গম চাষের লাভ বেশি পাব।

মিরপুরের কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, চলতি মৌসুমে এই অঞ্চলে ব্যাপকহারে গমের চাষ হয়েছে। কৃষি অফিসের পরামর্শে এই মৌসুমে কৃষকদের গম চাষের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়। কৃষকরা গমের চাষ শুরু করলে ফলন ভালো হওয়াতে সাফল্য পেতে শুরু করেন।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শ্যামল কুমার বিশ্বাস বলেন, চলতি মৌসুমে গম চাষের লক্ষ্যমাত্রা অনেগুন বেড়েছে।

জেলার ৬টি উপজেলায় ১১ হাজার ৩৫০ হেক্টর জমিতে গমের আবাদ হয়েছে।

গম চাষের ব্যাপারে কৃষকদের বিভিন্ন উপায়ে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি। আশা করা যায় এই বছর গমের চাষে কৃষকেরা বেশ লাভবান হবেন।

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের শীতবস্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম বকুলের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় শহরের বিভিন্ন এলাকায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

এ সময় কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মোঃ বিপুল হোসেনেসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

হাড়কাঁপানো এ শীতে কম্বল হাতে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে কম্বল পাওয়া প্রান্তিক মানুষরা। সেই সঙ্গে কম্বল পাওয়া দরিদ্র মানুষরা এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় অবৈধ ইটভাটায় কাঠ পোড়াতে ভ্রাম্যমাণ স’মিল

কুষ্টিয়া জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না নিয়েই চলছে ১৩২টি ইটভাটা। এ সব ভাটায় ইট প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা হচ্ছে ফসলি জমি। আর ইট পোড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে জ্বালানি কাঠ। ভাটার

সত্ত্বাধিকারীরা আরও এক ধাপ এগিয়ে বসিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ স’ মিল। সেখানে বড় বড় গাছের গুড়ি চিরে ফেলা হচ্ছে ভাটায়। সদর উপজেলার বেশ কটি ইটভাটা ঘুরে এই দৃশ্য দেখা গেছে।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ইট পোড়াতে কোনো জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করা যাবে না। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপন করার কথা থাকলেও সনাতন পদ্ধতিতেই এখনো ইট প্রস্তুত করা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রায় আট কিলোমিটারের মধ্যে তালবাড়িয়া এলাকায় খয়বার প্রামাণিকের মালিকানাধীন কেবিপি ইটভাটা, সাব্বির রানার মালিকানাধীন আরপিকে, বারখাদায় আলাল উদ্দিনের মালিকানাধীন এনবিসি এবং এসএসবি ইটভাটায় স’মিল বসানো হয়েছে।

সদর উপজেলার জুগিয়া, বারখাদা উত্তরপাড়া ও চারুলিয়া এলাকায় জেগে ওঠা গড়াই নদীর চর দখল করে বিস্তৃত করা হয়েছে ইটভাটাগুলো। সূত্র জানিয়েছে, এসব খাস জমির সরকারি হিসাব না থাকায় উচ্ছেদে কার্যকরে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

ভাটাগুলোতে সাংবাদিক প্রবেশে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। ক্রেতা পরিচয়ে কেবিপি ইটভাটা ঘুরে দেখা গেছে, ইট পোড়াতে বড় বড় গাছের গুড়ি জড়ো করা হয়েছে। ভাটায় কর্মরত এক শ্রমিক বলেন, প্রতি চার লাখ ইট প্রস্তুত করতে ২০ থেকে ২২ দিন সময় লাগে। এতে প্রায় ৩৫ হাজার মণ কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আগে দূর থেকে কাঠ চিরে আনা হতো। এতে সময় এবং অর্থ বেশি ব্যয় হতো। যে কারণে ভাটার মালিক নিজেই এক করাত বিশিষ্ট স’মিল স্থাপন করেছেন।

এ বিষয়ে ভাটার মালিক খয়বার প্রামাণিক বলেন, তার ভাটার সব কাগজপত্র ঠিক নেই। তবে সবাই যেভাবে চলছেন, তিনিও সেভাবেই চলছেন। তিনি আরও বলেন, এই এলাকাতে এক সারিতে ১০টি ভাটা রয়েছে। সবগুলোতে কাঠ পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত করা হয়।

আরপিকে ভাটার সত্ত্বাধিকারী সাব্বির রানার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

গত ৬ জানুয়ারি ভ্রাম্যমাণ আদালত এসএসবি এবং কেএবি ভাটার চিমনি ভেঙে দিয়ে যায়। সেগুলো মেরামত করে আবারও ইট পোড়ানো হচ্ছে।

কেএবি ইটভাটার মালিক আশরাফ বলেন, ‘ইট প্রস্তুত করতে আগাম কিছু

খরচ হয়। সেই টাকা জোগাড় করতে হয়। কারণ ইট বিক্রির পরে লাভের টাকা হাতে আসে। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ভাটায় প্রায় দুই কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এখন ইট পোড়াতে না পারলে জেল খাটতে হবে।’

বারখাদা উত্তরপাড়ায় দুটি ভাটার মালিক আলাল উদ্দিন। দলীয় কোনো পদে না থাকলেও তিনি নিজেকে আওয়ামী লীগ নেতা পরিচয় দেন। এলাকায় তার প্রভাবও রয়েছে। প্রায় একশ বিঘা আবাদি জমি দখল করে তিনি গড়ে তুলেছেন এনবিসি এবং এএসএসবি ভাটা। সেখানেও বসানো হয়েছে স’মিল।

আলাল উদ্দিনের ছেলে সিহাব উদ্দিন বলেন, কিছু কিছু সময় তারা কাঠ ব্যবহার করেন। ভাটার কাগজপত্র আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘একটির সব কাগজপত্রই ঠিক আছে। অন্যটির বৈধ কাগজ নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।’

জুগিয়া থেকে কুষ্টিয়ার মিরপুর পর্যন্ত এক সারিতে রয়েছে অন্তত ১০টি ইটভাটা। এর মধ্যে এমইবি নামে একটি ইটভাটার মালিক কুষ্টিয়া পৌরসভার কমিশনার মহিদুল ইসলাম। পাশেই এমএসকে ইটভাটার মালিক তার ভাই মাহাবুবুল ইসলাম।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কানা বিল মোড় থেকে জুগিয়া পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশার জন্য এই দুটি ইটভাটা দায়ী।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তিনি মনোনীত কোনো বন কর্মকর্তা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগী কার্যালয় বা জেলা কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তাসহ আহ্বায়ক কমিটি অনুসন্ধান করা এবং আইনগত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া নাগরিক কমিটির সভাপতি প্রফেসর ডা. এসএম মুসতানজিদ বলেন, ইটভাটা নিয়ন্ত্রণে আইন থাকলেও বাস্তবায়ন নেই। যে কারণে অবৈধ ইটভাটা বন্ধ হচ্ছে না।

তবে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন বলেন, ‘আইনের বাস্তবায়ন হচ্ছে না এ কথা ঠিক না। গত একমাসে এ ধরণের ২৭টি ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে পরিবেশ আইন অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আতাউর রহমান বলেন, ‘অবৈধ ইট ভাটার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সব ভাটায় অভিযান চলবে।’

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শ্যামল কুমার বিশ্বাস দ্বিমত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘পরিবেশ অধিদপ্তরের ইটভাটার ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষি বিভাগের মতামত গ্রহণের বিধান থাকলেও প্রায় কখনই তা নেওয়া হয় না।’

পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি সূত্র জানাচ্ছে, কুষ্টিয়া জেলায় ১৪৯টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে ১৩২টির বৈধতা নেই।

উল্টো রথ গত শনিবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত সভায় বাংলাদেশ ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতি ঘোষণা দিয়েছে, ইটভাটা প্রশাসনের অভিযান বন্ধ করা না হলে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে খুলনা বিভাগে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ইট বিক্রি ও সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

অভিযান বন্ধের দাবিতে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করবে সংগঠনটি।

সভায় তারা অভিযোগ করেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অভিযানের কারণে ইট উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। লিখিত বক্তব্য পড়ে সমিতির সভাপতি এবং ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভেড়ামারা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আক্তারুজ্জামান মিঠু বলেন, ‘নানা অজুহাতে ইটভাটা ভেঙে দেওয়া হলে করোনাকালে কোটি কোটি শ্রমিকের জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। ইটভাটাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যাহত হবে।’

সভায় আক্তারুজ্জামান মিঠু সভাপতিত্ব করেন। এ সময় খুলনা বিভাগের প্রায় ৭০ জন ‘অবৈধ’ ভাটা মালিক উপস্থিত ছিলেন। তারা অভিযোগ করেন, ২০১৩ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সংশোধিত আইনের ৮(ঙ) ধারা পরিবর্তন করায় আইনী জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে তারা নিবন্ধন করতে পারেননি।

কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের আয়োজনে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের এম এ রাজ্জাক মিলনায়তনে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো: আসলাম হোসেন।

কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি গাজী মাহবুব রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লুৎফুন নাহার, প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সহ-সভাপতি লুৎফুর রহমান কুমার, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নুরুন্নবী বাবু, দৈনিক সমকাল কুষ্টিয়া প্রতিনিধি সাজ্জাদ রানা, প্রথম আলোর কুষ্টিয়া প্রতিনিধি তৌহীদি হাসানসহ প্রেস ক্লাবের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে তিন শতাধিক শীতার্তের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু’র জীবন ও কর্ম নিয়ে নাটক ”আমার সাধ না মিটিলো” মঞ্চস্থ

বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম নিয়ে শামীম সাগরের রচনা ও নির্দেশনায় ”আমার সাধ না মিটিলো” নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

শুক্রবার রাতে কুষ্টিয়া ছেউড়িয়া লালন একাডেমীর অডিটোরিয়েমে এ

নাটক মঞ্চস্থ হয়।

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি এ নাটকের আয়োজন করে।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও কুৃষ্টিয়া-৩ আসনের সংষদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ নাটকের উদ্বোধন করেন।

এসময় তিনি বলেন, আমাদের সাংস্কৃতির অন্যতম একটি মাধ্যম হলো নাটক। সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলনেই এই নাট্যকর্মীরা মঞ্চে ও রাজপথে তাদের উপস্থিতি রেখে সবসময় দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। যার ফলে আমাদের গণতন্ত্র সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সংস্কৃতি কর্মীদের এই প্রয়াস আগামী দিনে আমাদের গণতন্ত্রকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে তিনি মনে করেন।

বঙ্গবন্ধু মানেই দর্শণ, বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আজ আমরা এগিয়ে চলেছি মুক্তির পানে ও ক্রমাগত উন্নতির পথে। আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানেই একটি দর্শন, একটি চেতনা। তার দেখানো পথ ধরে, তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার নেতৃত্ব দিয়ে আধুনিক দেশ গড়ার দায়িত্ব পালন করছেন।

অনুষ্ঠানে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারন সম্পাদক মো: আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা- কুমারকালী) আসনের সংসদ সদস্য সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিমআলতাফ জর্জ, মাহবুব উল আলম হানিফ এমপির সহধর্মীনি ফৌজিয়া আলম, কুষ্টিয়ার স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মৃণাল কান্তি দে, সসদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জোবায়ের হোসেন চৌধুরী, কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খানসহ জেলা শিল্পকলা একাডেমীর নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা শিল্পী ও কলাকুশলী উপস্থিত ছিলেন।

নাটকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের চরিত্রে মো: আমিরুল ইসলাম, মান্নাফের চরিত্রে শহিদুর রহমান রবি, মেজর, মহিদতুলের চরিত্রে শাহীন সরকার, মানুষ চরিত্রে আসলাম আলী, মৌলভী ও এসপি সালামের চরিত্রে আনোয়ার বাবু, ক্যাপ্টেনের চরিত্রে শাহেদ সহরোয়ার্দী, মোহিতুলের চরিত্রে বিশ্বজিৎ মজুমদার, হাবিলদারের চরিত্রে ফাহিম হাসান, ওসি/সিরাজের চরিত্রে সাইমুর রহমান অনিক, রজবের চরিত্রে সৌরভ, এবং গ্রামবাসী ফারুকের চরিত্রে ইউসুফ অভিনয় করেন।

জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারন সম্পাদক মো: আমিরুল ইসলাম বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্টের বাঙালি জাতির কলঙ্কিত অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটে রচিত নাটকটি।বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায় ১৫ ই আগস্টের পরদিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ দাফনের ঘটনাকে উপজীব্য করেই এগোতে থাকে নাটকের গল্প।

কুমারখালীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ২০২১-২০২২ চক্রের ভিজিডির কার্ড, এলজিএসপির অর্থায়নে দুস্থ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল, ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে শিলাইদহ ইউনিয়ন পরিষদে এই বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

শিলাইদহ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সালাহউদ্দিন খান তারেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া ৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খান।

এছাড়াও রানা টেক্সটাইল এর স্বত্বাধিকারী মাসুদ রানা, কুমারখালী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ভুট্টো, জগন্নাথপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ফারুক আযম হান্নান উপস্থিত ছিলেন।

এসময় ১৯৫ জনের মাঝে ভিজিডির কার্ড, ৪২ জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল ও ৫০০ দুস্থ শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিডির কার্ড প্রাপ্তরা প্রতিমাসে ৩০ কেজি চাউল ২ বছর পর্যন্ত উত্তোলন করতে পারবেন।